এবং সেখানে মার্ক্সবাদীদলের নেতা হন। ১৮৯৬ সালে বিপ্লবী পত্রিকা প্রকাশ করার জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করে সাইবেরিয়াতে নির্বাসন দেওয়া হয়। সেখানে তিনি আরেকজন নির্বাসিতা নারী নাদেজদা কনস্ট্যান্টিনোভা ক্রুপস্কায়াকে (Nadezhda Konstaninova Krupskaya) বিবাহ করেন। ১৯০০ সালে তিনি সাইবেরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করে দেশান্তরে চলে যান এবং 'ইস্ক্রা' ('Iskra' যার অর্থ স্ফুলিঙ্গ) নামে একটি বিপ্লবী পত্রিকা প্রকাশ করেন। তখন তাঁর ধ্যানজ্ঞান সবই ছিল সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত রুশ সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দলের কাজ করা।

১৯০৩ সালে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দলের কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় দলের গঠনতন্ত্র কী হবে তা নিয়ে আলোচনা হয়। লেনিন এবং প্লেখানভ চেয়েছিলেন যে দলের সদস্যপদ সীমাবদ্ধ থাকবে শুধু তাদের মধ্যে যারা দলের কোন সংগঠনেই একটিতে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করবে ("personally participate in one of the organizations of the party")। এঁদের বিপক্ষে থেকে মারটভ (Martov) ও লিওঁ ট্রটস্কি (Leon Trotsky) চেয়েছিলেন যে সদস্য হবেন তারাই যারা "দলের কোন সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে ও নেতৃত্বে কাজ করবে" ("work under the control and guidance of one of the party organizations")। প্রথমটি অনুযায়ী দলের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে একটি ছোট বৃত্তের মধ্যে থাকা জঙ্গি ও সক্রিয় সংগঠকরা। দ্বিতীয়টি অনুযায়ী দল হবে একটি মুক্ত দল। যাকে পরিচালিত করবে নথিভুক্ত সদস্য ও সমর্থকদের যৌথ ভোট দানের ক্ষমতা ("... an open party, guided by the collective voting power of all its enrolled supporters and sympathizers")। লেনিন বিশ্বাস করতেন যে সংরক্ষিত সদস্য ব্যবস্থার দ্বারা দলের বৈপ্লবিক উদ্যোগ বজায় থাকবে এবং তার নিরাপত্তাও অক্ষুণ্ণ থাকবে। মুক্ত সদস্যব্যবস্থা হলে জার্মান ডেমোক্র্যাট দলের আকৃতি নেবে রুশ মার্ক্সবাদী দল। আর মুক্ত গণতন্ত্রী দল জারপন্থী (Czarist) রাশিয়ার নিষ্পেষণে কাজ করবে কীভাবে? শেষপর্যন্ত লেনিনের দল দুই ভোটে জিতে যায় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বা "Majority-men" বলে চিহ্নিত হয়। রুশ ভাষায় তাদেরই বলা হয় **'বলশেভিকি'** (Bolsheviks)। অপরপক্ষ হয়ে দাঁড়াল সংখ্যা-লঘু মানুষ (minority-man) বা **'মেনশেভিকি'** ('Mensheviki)। এইভাবে বাইরে থেকে বিপ্লবের আদর্শ ও রাজনৈতিক দল যতই সংঘবদ্ধ হচ্ছিল ভেতরে তখন জারতন্ত্র ততই দুর্বল হয়ে পড়ছিল। শেষপর্যন্ত তার অভ্যন্তরীণ পচন রোধ করা তার পক্ষে সম্ভব হল না। সে ভেঙে পড়ল।

## ৪.১২ : ১৯১৭ সালের মার্চ বিপ্লব : জারতন্ত্রের পতন

১৯১৭ সালের মার্চ বিপ্লবের সময় রাশিয়ার ক্ষমতাসীন জার ছিলেন দ্বিতীয় নিকোলাস (১৮৬৮-১৯১৮)। তিনি ছিলেন ইতিহাসের এক অভিশপ্ত সম্রাট। তাঁর বিবাহ হয়েছিল পিতার মৃত্যুশয্যায়। তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠানে ৩,০০০ মানুষ পিষ্ট হয়ে মারা গিয়েছিল। তাঁর একমাত্র পুত্র দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিল। তিনি তাঁর নষ্টবুদ্ধি স্ত্রীর (জার্মান রাজকন্যা) নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী ও তিনি নিজে **রাশপুটিন** (Gregor Raspution **১৮৭৩-১৯১৬**) নামে এক লম্পট সন্ন্যাসীর প্রভাবে ভুল পথে চালিত হয়েছিলেন। তাঁর সময়ে রাশিয়া যুদ্ধে (রুশ-জাপান যুদ্ধ) জাপানের কাছে পরাজিত হয়েছিল। পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮)

ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের সহযোগী হয়েও রাশিয়া জার্মানির কাছে নিদারুণভাবে পরাজিত হয়। তাঁর রাজত্বকালেই (১৮৯৪-১৯১৭) দুবার বিপ্লব হয়েছিল—১৯০৫ ও ১৯১৭ সালে। শেষ বিপ্লবের পর ১৯১৮ সালের ১৭ জুলাই বলশেভিকরা তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে।

**প্রান্তলিপি**

**গ্রেগরি এফিমোভিড্ রাসপুটিন** (Gregry Efimorich Raspution) : ১৮৭১-১৯১৬ একজন বিকটদর্শন ধর্মোন্মত ? কৃষক। ১৯০৪ সালে তিনি ধর্মীয় জীবন গ্রহণ করবেন বলে নিজের পরিবারকে ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর আচার-আচরণে এক ব্যক্তিগত আকর্ষণ ছিল আর তার ধর্ম ও দর্শন প্রচারে ছিল স্বাভাবিকত্ব-রহিত উন্মাদনা। রাশিয়ার জারিনা তাঁর অনুরক্ত উপাসিকা ও শিষ্যা ছিলেন। রাজনীতিতে তাঁর হস্তক্ষেপের জন্য অভিজাত ব্যক্তিদের দ্বারা তিনি নিহত হন।

একদিকে স্বৈরাচারী অন্যদিকে অস্থিরমতি স্ত্রীর পদানত, একদিকে শাসক হিসাবে নির্মম অন্যদিকে মানুষ হিসাবে এক দুশ্চরিত্র সন্ন্যাসীর প্রভাবাধীন এমন সম্রাট সংকট নিরসনে (Crisis management) সফল হতে পারেন না। দ্বিতীয় নিকোলাস তা হতে পারেনওনি। তাঁর রাজত্বকালের সংকট ঘনিয়ে এসেছিল ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে যখন নিদারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিল। তার আগেই ১৯১৬ সাল থেকে রাশিয়া যুদ্ধে হারছিল। রণক্লান্ত সৈন্যরা ঘরে ফিরতে চাইছিল। আর দেশের মানুষ বলতে শুরু করেছিল—প্রথাগতভাবে সংকটের সময় তারা তাই বলত—যে 'অশুভ শক্তি' ('dark forces') রাশিয়াকে গ্রাস করেছে। জার-তাঁর জার্মান স্ত্রীর প্রভাবে জার্মানির প্রতি অনুরক্ত (pro-German) রাজভক্তদের দ্বারা তাঁর রাজসভা পূর্ণ করেছেন। এখন জার্মান স্ত্রীর প্রভাবে জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ না করে গোপনে জার্মানির সঙ্গে সন্ধি করছে। এই রকম গুজবে জনমত যখন ক্ষিপ্ত হয়ে রাজবিদ্বেষী হয়ে পড়েছে তখনই খাদ্যাভাব দেখা গেল। অভ্যুত্থান আসন্ন হয়ে পড়ল একদিকে রাজতন্ত্র, অন্যদিকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে। ১৯১৭ সালে ৮ই মার্চ পেট্রোগ্রাডের বস্ত্রশিল্পের নারী কর্মীরা খাদ্যের দাবিতে পথে নামল। তার পরের দিন অন্য সব শিল্পের শ্রমিকরা তাদের সমর্থনে রাস্তায় মিছিল করতে লাগল। সকলের দাবি একটাই "রুটি চাই"। সকলের স্লোগানও এক "যুদ্ধ নিপাত যাক", "স্বৈরতন্ত্রনিপাত যাক" ("Down with the war!" "Down with the autocracy")। তৃতীয় দিনে আন্দোলন একটা সাধারণ ধর্মঘটের (General Strike) রূপ নিল। সমাজের নিপীড়িত মানুষরা এবার প্রকাশ্যে বেরিয়ে এল। একটি পুলিশ রিপোর্টে জানা যায় সৈনিকদের মানসিকতা দেখে জনগণ উৎসাহিত হয়েছিল। সৈন্যরা প্রথমে নিরপেক্ষ ও নিষ্ক্রিয় ছিল। পরে তারা আন্দোলনকারীদের সমর্থন জানায়। এই আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। পেট্রোগ্রাডে একলক্ষ এবং মস্কোতে পঁচিশ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট (strike) করে। চারিদিকে সরকারি কর্মচারীদের অকর্মণ্যতা, ব্যর্থতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন হতে থাকে। ডুমার বিশিষ্ট সদস্যরা দাবি করল যে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের অনুকরণে দায়িত্বশীল সরকার গঠন করতে হবে। জনতার আন্দোলন অনুপ্রাণিত করল সৈনিকদের। জার বিদ্রোহী জনতার উপর গুলি চালাতে হুকুম দিলেন। সৈন্যরা অস্বীকার করল। ১১ মার্চ জার ডুমা ভেঙে দিলেন। ডুমার সদস্যরা ডুমা ভেঙে দেওয়ার আদেশ অমান্য করল। বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। এইবার অভুত্থান ঘটাল ডুমার সদস্যরা। তাঁরা একটি বিকল্প সরকার—একটি সাময়িক সরকার (provisional Government) গঠন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। জারকে সিংহাসন ত্যাগ করতে বলা হল। ১৫ মার্চ তিনি সিংহাসন ত্যাগ করলেন। রাজতন্ত্র বাতিল হল। অস্থায়ী সরকার ক্ষমতা অধিগ্রহণ করল। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবে প্যারিস যে ভূমিকা পালন করেছিল ১৯১৭ সালের বিপ্লবে পেট্রোগ্রাড সেই ভূমিকা পালন করল। রাজধানীতে যে ঘটনা ঘটে গেল সারাদেশ তা মেনে নিল। জারতন্ত্রের পতন হল। স্বৈরাচারের অবসান হল। শ্রমিকরাই ক্ষমতা

জয় করেছিল কিন্তু তাকে রাখতে না পেরে ফিরিয়ে দিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে ("The power was won by the workers but they at once resigned it to the middle class")। ক্ষমতাকে ধরে রাখার আত্মপ্রত্যয় তখনও তাদের হয়নি। যুদ্ধাঙ্গনে (was front) সৈনিকদের এই অভ্যন্তরীণ বিপ্লবে ভূমিকা কী হবে তাও নিশ্চিত হয়নি। শুধু এইটুকু স্থির ছিল যে ডুমার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকার প্রতি-বিপ্লবকে ঘটতে দেবে না। যে বিপ্লবের কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না এবং যা ছিল একেবারেই স্বতঃস্ফূর্ত তা চরম ও পরম রাজনৈতিক সাফল্যের সূচনা করল। শুধু ক্ষমতা রয়ে গেল বুর্জোয়াজির হাতে—শ্রমিকদের হাতে নয়। সবচেয়ে বড় কথা হল জার দ্বিতীয় নিকোলাস ক্ষমতাচ্যুত হলেন। তিনশত বছরে অধিক সময় যে রোমানফ বংশ রাশিয়াতে রাজত্ব করত তার পতন ঘটল। স্বৈরাচারকে উৎপাটিত করে জনগণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। অতএব বলা যেতে পারে যে মার্চ বিপ্লব জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। এই বিপ্লব শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করেনি। তা করেছিল ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লব।

## ৪.১৩ ১৯১৭ : মার্চ থেকে নভেম্বর : বলশেভিক বিপ্লবের প্রস্তুতি পর্ব

১৯১৭ সালের মার্চ মাসে রাশিয়ার রাজধানী পেট্রোগ্রাডে দুটি পৃথক শাসকগোষ্ঠী জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছিল—এক, অস্থায়ী সরকার (Provisional Government) এবং দুই, শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সোভিয়েত। এই দুটি সংস্থাই জনগণের খণ্ডাংশের প্রতিনিধিত্ব করত। অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছিল উদারনৈতিক (liberal) মধ্যবিত্তদের নিয়ে। তিনটি দল এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। মন্ত্রিত্বের প্রধান ছিলেন প্রিন্স লভ্‌ফ (Lvoff)। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী ও উদারনৈতিক ভূস্বামীদের প্রতিনিধি। পররাষ্ট্র মন্ত্রী বা বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন পল মিলিউকফ (Paul Milyukoff)। তিনি দীর্ঘদিন ধরে রাশিয়ার সংস্কার আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি সাংবিধানিক গণতন্ত্রী দলের (Constitutional Democratic Party) প্রতিনিধি রূপে মন্ত্রী সভায় আসন গ্রহণ করেছিলেন। আর ছিলেন কেরেনস্কি (Kerensky)—একজন বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী। শ্রমিকদের সোভিয়েত সংগঠনটির দরকার ছিল বুর্জোয়া সরকারকে অন্তরাল থেকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। ১৯০৫ সালে যখন সাধারণ ধর্মঘটের নেতারা (Leaders of the general strike) কার্য পরিচালনার জন্য সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন তখনই শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত (Soveit of Workers Deputies) নামক একটি সংগঠনে গড়ে ওঠে। ১৯১৭ সালের মার্চ-মাসে যখন সৈন্যবাহিনী 'কল্যাণজনক নিরপেক্ষতা' (benevolent neutrality) জানিয়ে শ্রমিকদের উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে তখন সেনা প্রতিনিধির এই সোভিয়েতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সোভিয়েতের উপস্থিতির ফলে অস্থায়ী সরকারের ক্ষমতা হ্রাস পেল, তৈরি হল দ্বৈত কর্তৃপক্ষ, দ্বৈত আনুগত্য। একদিকে একদল মধ্যবিত্ত (office) বা পদ অধিকার করে রইল। অন্যদিকে শ্রমিক ও সৈনিকরা ক্ষমতা অধিকার করে থাকল। ১৯১৭-র নভেম্বর বিপ্লব এই দ্বৈত কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতা ও দপ্তর সবই তুলে দিল সোভিয়েতের হাতে।

মার্চ মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত যে সময় তাকে বলা হয়েছে "যুক্তিশীল উদারনীতি, সুশৃঙ্খল সংস্কারের সময় ("The period of reasoned liberalism, of ordered reform")। অস্থায়ী মন্ত্রীসভা ফিন্‌ল্যান্ডকে তার

সংবিধান ফিরিয়ে দিয়েছিল, পোল্যান্ডকে তার ঐক্য ও স্বশাসন ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ইহুদিদের অন্য নাগরিকের সঙ্গে সমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছিল এবং একটি সার্বিক ক্ষমা (general amnesty) প্রদর্শন করে নির্বাসিত ও সাইবেরিয়াতে আবদ্ধ অসংখ্য মানুষের প্রত্যাবর্তন সহজ করে দিয়েছিল। কিন্তু এই অস্থায়ী সরকার কৃষকদের জমি দিতে পারেনি, শ্রমিকদের প্রাপ্য সুবিধার ব্যবস্থা করতে পারেনি এবং সৈনিকদের দিতে পারেনি শান্তি। সৈনিকদের মধ্যে ক্রমশ বিশৃঙ্খলা বাড়ছিল। তারা অফিসারদের কথা শুনছিল না। অফিসারদের কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অসংখ্য সৈনিক-কমিটির সঙ্গে আলোচনা করতে হচ্ছিল। রণাঙ্গনে সৈনিকরা যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকছিল। সাম্যবাদী চিন্তা সবাইকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। সেপ্টেম্বর মাসে ২ তারিখ জার্মানি রিগা (Riga) নামক অঞ্চলটি দখল করে। জাতীয় অপমান ও লজ্জা আপামর সমস্ত মানুষকে গ্রাস করল।

## ৪.১৪ লেনিনের আগমন ও নভেম্বর বিপ্লব

দেশ যখন ক্রমশ এই অশান্তির মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছিল তখন লেনিন দেশে ফিরলেন। ১৯১৭ সালের ১৬ এপ্রিল (নতুন ক্যালেন্ডার অনুযায়ী) জার্মানির ভেতর দিয়ে ঢাকা ট্রেনে তিনি ফিরলেন। একজন ঐতিহাসিক বলেছেন যে এটি ছিল রাশিয়ার ভাগ্য যে ব্যক্তি ও সময় একই মুহূর্তে উপস্থিত হল ("It was Russia's destiny that the man and the occasion should present themselves at the same moment" [Lipson] । লেনিনের আসার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ বিবর্তনের পথে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চিন্তা ক্ষীণ হয়ে এল। রাজধানী পরিবেশ নিরন্তর গম্ভীর হয়ে উঠছিল, শ্রমিক ও সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অস্থিরতা বাড়ছিল, গ্রামাঞ্চলে কৃষকরা নয়া সন্ত্রাস নামিয়েছিল, আর যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনী বিমূঢ় অবস্থায় বিকল ব্যবস্থার সব ছবিকে ফুটিয়ে তুলছিল। আসন্ন ঝড়ের ঘনায়মান তিমিরে লেনিন এলেন। ট্রটস্কি লিখেছেন যে লেনিন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিপ্লবীদের অবিসংবাদিত নেতা হয়েছিলেন কারণ তাঁর চিন্তাধারা দেশ ও যুগের বিপুল বৈপ্লবিক সম্ভাবনার পদধ্বনি বুঝতে পেরেছিলেন। লেনিন এসে বললেন যে দেশ কোন সংসদীয় গণতন্ত্র চায় না। বিপ্লবের প্রথম পর্যায় মধ্য শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছে। এবার প্রস্তুত হতে হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য। এ পর্যায়ের ক্ষমতা তুলে দিতে হবে শ্রমিক ও কৃষকদের হাতে। অর্থাৎ এক কথা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক (Bourgeois democratic) বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক (Socialist) বিপ্লবে পরিণত করতে হবে। এই পরিকল্পনা নিয়ে ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর বলশেভিক দল (যারা ইতিপূর্বে মেনশেভিকদের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছিল) বিপ্লবের চাকা ঘুরিয়ে দিল। একটি ছোট সশস্ত্র বাহিনী রেল স্টেশন, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, স্টেট ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস ও নানাবিধ সরকারি অফিস অধিকার করে নিল। কিছু মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হল, কেরেনস্কি পালিয়ে গেলেন, সেনাবাহিনীর সদরদপ্তর অধিকার করা হল। লেনিন হলেন প্রধানমন্ত্রী, ট্রটস্কি হলেন বিদেশমন্ত্রী। পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে পরিকল্পিতভাবে সংক্ষিপ্ত বিপ্লব প্রায় বিনা রক্তপাতে সংঘটিত হল।

## ৪.১৫ : নভেম্বর বিপ্লবে লেনিনের ভূমিকা

এই বিপ্লব পরিকল্পিতভাবে সংক্ষিপ্ত কেন একটু বলা দরকার। লেনিন বলেছিলেন দুটি কথা—এক, "আমাদের কোন সংসদীয় প্রজাতন্ত্রের দরকার নেই। আমাদের কোন বুর্জোয়া গণতন্ত্রের দরকার নেই" ("We don't need any parliamentary republic. We don't need my bourgeois democracy")। পাশ্চাত্যে পুঁজিবাদের রাজনৈতিক বিবর্তনের একটা ধারা ছিল। সেই ধারায় একটি অধ্যায় হল সংসদীয় গণতন্ত্র। লেনিন জানতেন রাশিয়াতে শিল্প বিপ্লব হয়েছিল মূলত রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং পঞ্চাশ বছরের মধ্যে—অর্থাৎ শিল্পায়ন শুরু হওয়ার পাঁচ দশকের মধ্যে রাশিয়াতে সেই ধরনের পুঁজিপতি (capitalist) class জন্মায়নি যা জন্মেছিল ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে। অতএব রাশিয়ার শিল্পায়িত সমাজ বিবর্তনে এই অধ্যায় পূর্ণাঙ্গভাবে গড়ে উঠবে না। পাশ্চাত্যের অনুকরণে বিকৃত পুঁজিবাদের একটি রাজনৈতিক রূপ হবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। লেনিন সেই অনুকরণ সঞ্জীত রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা তার পরিকল্পনা থেকে তুলে দিলেন। দুই, লেনিন বলেছিলেন যে, "শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সোভিয়েত-এর সরকার ছাড়া অন্য কোন সরকার আমাদের প্রয়োজন নেই" ("We don't need any government except the soviet of workers', soldiers' and form hands' deputies")। লেনিন বুঝতে পেরেছিলেন যে ১৯১৭ সালের বিপ্লবের প্রথম পর্যায় মধ্যবিত্তশ্রেণীকে ক্ষমতায় এনেছে যে মধ্যবিত্তশ্রেণী অসংগঠিত। তিনি মধ্যবিত্তশ্রেণীর ক্ষমতাসীন থাকার পর্বকে সংক্ষিপ্ত করে তিনি সেই ক্ষমতা উত্তরণের পর্যায়ে চলে যেতে চাইছিলেন 'যে পর্যায় ক্ষমতা তুলে দেবে শ্রমিক ও কৃষকদের দরিদ্র শ্রেণীর হাতে' ("Which must give power to the proletariat and the poor layers of the peasantry")। অর্থাৎ 'বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক' বিপ্লবের যে সূচনা মার্চ-বিপ্লবে হয়েছে তাকে চকিতে 'সমাজতান্ত্রিক' বিপ্লবে রূপান্তরিত করতে হবে, জারের একনায়কতন্ত্র থেকে শ্রমিক কৃষকদের একনায়কতন্ত্রে– dictatorship of the proletariat-এ চলে যেতে হবে। শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বাদ দিয়ে শ্রমিক শ্রেণী, গ্রামাঞ্চলে কুলাকদের বাদ দিয়ে ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকদর নিয়ে সর্বহারার অনিবার্য বিজয়ের কেতন উড়িয়ে দিতে হবে এই ছিল লেনিনের পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনাা প্রথমে অনেকের কাছে অসম্ভব মনে হয়েছিল কারণ অনেকে ভেবেছিল যে একবারে হঠাৎ করে সামন্ততন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে যাওয়া যায় না। লেনিন তা করে বিবর্তনের ধারাকে সংক্ষিপ্ত করেছিলেন।

লেনিনের নেতৃত্বে নতুন সরকার তার গার্হস্থ্য ও বৈদেশিক নীতি ঘোষণা করল। যুদ্ধ থেকে সরে এসে শান্তি ঘোষণা, বিধ্বস্ত রণক্লান্ত সৈনিকদের দাবি পূরণ করা, সমস্ত ভূসম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেওয়া, শ্রমিক কৃষক সৈনিকদের নিয়ে গঠিত সোভিয়েতদের সম্মিলনে সরকার গঠন করা এবং এক কথায় প্রলেটারিয়েটের একনায়কতন্ত্র স্থাপন করা—এই সবই হল ঘোষিত নীতির অঙ্গ। লেনিন ঘোষণা করলেন "আমরা এখনই কৃষকদের হাতে তুলে দিতে চাই ("We favour an immediate transfer of land to the peasants")। লেনিনের নেতৃত্বে শহরের শ্রমিক সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল মধ্যশ্রেণীর সরকারের বিরুদ্ধে। গ্রামাঞ্চলে কুলাকদের বাইরে গরীব চাষির এটা জানতেন যে যুদ্ধ চলতে থাকলে এই নতুন পরিকল্পনা চালু করা সম্ভব নয়। সে কথা মাথায় রেখে রাশিয়া ১৯১৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর জার্মানির সঙ্গে **ব্রেষ্ট-লিটভস্ক** (Brest-Litovsk") নামক স্থানে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে তিনমাস বাদে

সেই স্থানেই জার্মানির সঙ্গে একটি দুর্ভাগ্যনক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করল। এই চুক্তির দ্বারা রাশিয়ার উপর কঠিন শর্ত আরোপিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ বিপ্লব বেঁচে গিয়েছিল। লেনিন পৃথিবীতে যুদ্ধের বদলে শান্তির নীতিকে এইভাবেই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

## ৪.১৬ : সারাংশ

১৯০৫ সালের বিপ্লব হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্ত, ১৯১৭ সালের মার্চ মাসের বিপ্লবও কিছুটা স্বতঃস্ফূর্ত ছিল। কিন্তু নভেম্বর মাসের বলশেভিক বিপ্লব ছিল সম্পূর্ণভাবে পরিকল্পিত। সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ, বলশেভিক দলের সংগঠন ও লেনিনের নেতৃত্ব, এই তিনের সম্মিলিত শক্তি বলশেভিক বিপ্লবের গতিশক্তির জোট। পটভূমিকায় ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, যে যুদ্ধে মিত্র শক্তির (ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড) সঙ্গে যুক্ত ছিল রাশিয়া। কিন্তু তা সত্ত্বেও **ট্যানেনবার্গ**-এর (Tannenburg) যুদ্ধে পরাজিত হল রাশিয়া। এখানে সেখানে ব্রুসিলভ এর (Brussilov) মতো দু-একজন রুশ সেনাপতি অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে দু-একটি যুদ্ধে জিতলেও জারতন্ত্রের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। রাসপুটিনের মতো ভ্রান্ত সন্ন্যাসী আর নষ্টবুদ্ধি জারিনার (যিনি ছিলেন জার্মান দুহিতা) প্রভাবে পড়ে জারসংকটের মোকাবিলা করতে পারলেন না। দেশের লোক ভাবতে লাগল জার গোপনে জার্মানির সঙ্গে স্বতন্ত্র সন্ধি করছেন যা তিনি করতে পারেন না কারণ মিত্রশক্তির কাছে তিনি চুক্তিবদ্ধ ছিলেন যে জার্মানির সঙ্গে কোন একক সিদ্ধান্ত ভিত্তিক দেয়া-নেয়ার মধ্যে তিনি যাবেন না। এদিকে রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোট কৃষক, জমিহীন ক্ষেত মজুর ও প্রান্তিক চাষিরা সন্ত্রাসের পথ নিয়েছিল। সৈন্যরা রণক্লান্ত হয়ে যুদ্ধবিমুখ হল। শ্রমিকরা দাবি করল কাজের নানা সুবিধা, উন্নততর জীবনমান ও ক্ষমতায় অংশগ্রহণ। তৈরি হল শ্রমিক-কৃষক-সৈন্যবাহিনীর সম্মিলিত সোভিয়েত। মার্চের বিপ্লবের পর কেরেনস্কির সরকার এ সমস্যার মোকাবিলা করতে পারলেন না। লেনিন ফিরে এলেন রাশিয়ায়। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পথে না গিয়ে তিনি চাইলেন সরাসরি সমাজতান্ত্রিক সরকার, চাইলেন শ্রমিক-কৃষক-সৈন্যের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে। সাধিত হল ১৯১৭ নভেম্বর বিপ্লব। প্রতিষ্ঠিত হল সর্বহারা মানুষের একনায়কত্ব।

## ৪.১৭ : অনুশীলনী

**১। দশটি বাক্যে উত্তর দিন :**

(ক) ১৯১৭-র মার্চ-মাসের বিপ্লবের জন্য জারতন্ত্র কতখানি প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী ছিল?

(খ) ১৯০৫ সালের বিপ্লব কি ব্যর্থ হয়েছিল?

(গ) ১৯৩৭-র নভেম্বর বিপ্লবের আগে লেনিন কী মত প্রকাশ করেছিলেন?

(ঘ) রুশ বিপ্লব পাঠের উদ্দেশ্য কী?

(ঙ) ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পরোক্ষ কারণ কী?

(চ) ১৯১৭ সালের মার্চ মাসের বিপ্লব দীর্ঘস্থায়ী হল না কেন?

(ছ) ১৯০৪-০৫ সালের রুশ জাপান যুদ্ধের কোন প্রভাব কি ১৯০৫ সালের বিপ্লবের উপর পড়েছিল?

(জ) ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পর সাংবিধানিক সংকট কী হয়েছিল?

(ঝ) স্টোলিপিন কে ছিলেন? তাঁর সংস্কারর ফল কী হয়েছিল?

(ঞ) ১৯১৭ সালের দুটি বিপ্লবের জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কী পটভূমিকা রচনা করেছিল?

(ট) ১৯১৭ সালের মার্চ ও নভেম্বর বিপ্লবের জন্য কৃষকরা কীভাবে পটভূমিকা তৈরি করেছিল?

(ঠ) লেনিন সম্বন্ধে ট্রটস্কি কী বলেছিলেন? তা কি যুক্তিসঙ্গত উক্তি?

(ড) ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবে বলশেভিক দলের কোন ভূমিকা ছিল কি?

(ঢ) জেমস্‌ট্‌ভোর ক্ষমতা সংকোচন কি যুক্তি সঙ্গত হয়েছিল?

(ণ) বিপ্লব পরিস্থিতি নিয়ে যে কোন একজন রুশ লেখকের বক্তব্য পর্যালোচনা কর।

২। **একটি বাক্যে উত্তর দিন :**

(ক) লেনিনের আসল নাম কী ছিল?

(খ) বলশেভিক নামের উৎপত্তি কীভাবে হল?

(গ) রাশপুটিন কে ছিলেন?

(ঘ) দ্বিতীয় নিকোলাসের রাজত্বকালের সময় কী?

(ঙ) তৃতীয় আলেকজান্ডার কবে রাজত্ব করেন?

(চ) কোন জারকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছিল?

(ছ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে একজন রুশ সেনাপতির নাম লিখুন।

(জ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানির যে সন্ধি হয়েছিল তাকে কী বলা হয়?

(ঝ) কুলাক কী?

(ঞ) মুক্তিদাতা বীর কে ছিলেন?

(ট) 'ইউকাম' কী?

(ঠ) নিহিলিজম কীসের দর্শন?

(ড) লোরিস-মেলিকফ কে?

(ঢ) পোবেডোনাস্টেভ কে?

(ণ) জেমস্‌ফি সোবোর কী?

**৩। টিকা লিখুন (পাঁচটি বাক্যে)**

(ক) ডুমা

(খ) ১৯১৭ সালের মার্চ মাসের বিপ্লবের পর অস্থায়ী সরকার।

(গ) ক্ষমতার হস্তান্তর সম্বন্ধে লেনিনের মত।

(ঘ) ১৯০৫ সালের অক্টোবর ম্যানিফেস্টো।

(ঙ) সোভিয়েত

(চ) 'যুক্তিশীল উদারনীতি, সুশৃঙ্খল সংস্কারের সময়'

(ছ) ১৯১৭ সালের ১৬ এপ্রিল লেনিনের রাশিয়ায় আগমন

(জ) '..... সোভিয়েতের সরকার ছাড়া অন্য কোন সরকার আমাদের প্রয়োজন নেই'।

(ঝ) জেমস্‌ট্‌ভো

(ঞ) উইট

(ট) নতুন ক্যালেন্ডা

(ঠ) কেরেনস্কি

(ড) ট্যানেনবার্গের যুদ্ধ

(ঢ) 'বিনা তত্ত্বে নিহিত সমাজতন্ত্র'

(ণ) সামাজিক গণতন্ত্রী বা সোস্যাল ডেমোক্র্যাট।

## ৪.১৮ গ্রন্থপঞ্জী


১. E. Lipson Europe in the 19th & 20th Centuries.

২. L. Trotsky The History of the Russian Revolution (translated by M. Eastman).

৩. M. T. Florinsky The End of the Russian Empire

৪. M. Hindus Humanity uprooted.

৫. J. Stalin Leninism, Vol. 1.

৬. S. and B. Webb Soviet Communism.

৭. Lionel Kochan The Making of Modern Russia (Pelican Book)

৮. Jacques Droz Europe between Revolutions 1815-1848.

৯. Chrles Downes Hazen Modern Europe upto 1945.

১০. S. Reed Brett Modern Europe 1789-1939

১১. D. M. Ketelbey A History of Modern Times from 1789 to the Present Day.

১২. David Thompson, Europe since Napoleon.

১৩. V. Alexander A Contempory world 1917-1947 (Progressive Publishers, Moscow)

১৪. Norman Stone EuropeTransformed (1878-1919)

১৫. J. A. S. Grenville Europe Reshaped 1848-1878.

১৬. Sir B. Pares Russia and Reform.

১৭. E. H. Carr History of Bolshevism (Vol. X & XI).